গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
মরফোলজি শাখা
৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
www.nrcc.gov.bd

নং-১৮.২০.০০০০.০০০.০০৯.৯৯.০০০৪.২৩-৮০ তারিখ: ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ / ২৬ মে ২০২৫

বিষয়: নওগাঁ জেলাধীন সদর উপজেলা ও বদলগাছী উপজেলার ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদী অবৈধভাবে দখল, দূষণ ও নাব্যতার বাস্তব অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অফিস আদেশ নং- ১৮.২০.০০০০.০০০.০০৯.১৬.০০০৫.২৪.১৩৪, তারিখ: ১৩ মে ২০২৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নওগাঁ জেলাধীন সদর উপজেলা ও বদলগাছী উপজেলার ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদী অবৈধভাবে দখল, দূষণ ও নাব্যতার বাস্তব অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ৩৬ ফর্দ

২৬/০৫/২০২৫

মো: আমিনুর রহমান
উপপরিচালক (পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়)
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
ইমেইল: dd.rm@nrcc.gov.bd

চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয়...
☐ সার্বক্ষণিক সদস্য
☑ নির্বাহী পরিচালক
☐ পরিচালক (প্রশা. ও পরি.)
☐ প্রধান হাইড্রোলজিস্ট
☐ অভিযোগ যাচাই বাছাই কমিটি
☐ চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব
চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

D:\পরিদর্শন প্রতিবেদন\নওগাঁ জেলা পরিদর্শন (ছোট যমুনা ও তুলসী গঙ্গা নদী)\ফরওয়ার্ডিং.docx

চেয়ারম্যান-এর দপ্তর
26 MAY 2025
ডায়েরী নম্বর ৭০০

বিষয়: নওগাঁ জেলাধীন সদর উপজেলা ও বদলগাছী উপজেলার ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদী অবৈধভাবে দখল, দূষণ ও নাব্যতার বাস্তব অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন।

১। প্রেক্ষাপট:

নওগাঁ জেলাধীন সদর উপজেলা ও বদলগাছী উপজেলায় ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদী অবৈধভাবে দখল, দূষণের ১৭/০২/২০২৫ তারিখ "দৈনিক আজকের পত্রিকায়" এবং ০২/০৫/২০২৫ তারিখ "এখন টিভি"-তে প্রকাশিত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ১৩ মে ২০২৫ তারিখের ১৮.২০.০০০০.০০০.০০৯.১৬.০০০৫.২৪.১৩৪ নং অফিস আদেশমূলে (কপি সংযুক্ত) নওগাঁ জেলা পরিদর্শন করা হয়।

২। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা:

ক্রম	কর্মকর্তার নাম	পদবী
১	জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	উপপরিচালক (গবেষণা ও পরিবীক্ষণ)
২	জনাব মোঃ তৌহিদুল আজিজ	সহকারী প্রধান (জিও টেকনিক্যাল)

৩। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ "দৈনিক আজকের পত্রিকায়" নওগাঁ জেলার 'দখল দূষণে বেহাল তুলসীগঙ্গা' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, নওগাঁ জেলা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তুলসীগঙ্গা নদী একসময় ছিল খরস্রোতা, সজীব ও প্রাণবন্ত ছিল। আশপাশের জনপদের কৃষি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য এই নদীর ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় দখল, দূষণ ও পরিকল্পিত বাঁধের কারণে নদীটি এখন মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হওয়ার কচুরিপানায় সমগ্র এলাকা ভরে গিয়েছে। এছাড়া ২ মে ২০২৫ তারিখে "এখন টিভি"-তে 'প্রাণ সংকটে নওগাঁর ছোট যমুনা নদী' প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, নওগাঁ শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট যমুনা নদী তার অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় পলি পড়ে ভরাট, দখল ও দূষণ সংকটে নদীর প্রাণ। তাই, নদীকে বাঁচাতে দ্রুত দখলমুক্ত করে খননের দাবি স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশবাদীদের মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

৪। তুলসীগঙ্গা নদী

৪.১। তুলসীগঙ্গা নদী সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যাবলী:

বর্ণনা	:	তুলসীগঙ্গা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি অভ্যন্তরীণ নদী। নদীটি দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নে নিম্নাঞ্চল থেকে উৎপত্তি হয়ে নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার তিলাকপুর ইউনিয়নে ছোট যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে। এই নদীটির আরেকটি শাখা দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার দেওর ইউনিয়নের কাকতারা নদী থেকে উৎপত্তি হয়ে একই জেলার হাকিমপুর উপজেলার আলিহাট ইউনিয়নে এসে মিলিত হয়েছে। নদীটির গতিপথে যথাক্রমে দুটি উপনদী হারাবতি এবং চিড়ি (জয়পুরহাট) রয়েছে।
নদীর প্রকার	:	আকারের ভিত্তিতে: ছোট প্রবাহের ভিত্তিতে: মৌসুমী
নদী অববাহিকা	:	৯৭১ বর্গ কি.মি.
নদীর তীরে অবিস্থত পৌরসভা/ শহর/বন্দর	:	বিরামপুর পৌরসভা, ক্ষেতলাল পৌরসভা, হাকিমপুর পৌরসভা

(তথ্য সূত্রঃ বাপাউবো ও সিইজিআইএস)

৪.২ নদীর উৎসমুখ/প্রবেশস্থল/পতিতমুখ:

বিবরণ	নদী/নিম্নাঞ্চল/ পাহাড়/সমুদ্র	মৌজা	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা	বিভাগ	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
উৎসমুখ/ প্রবেশস্থল	নিম্নাঞ্চল	হাসারপাড়া	দাউদপুর	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর	রংপুর	২৫° ২৪' ২.৫৪"	৮৯° ৫' ৩৮.০৫"
পতিতমুখ	ছোট যমুনা নদী	তাজনগর	তিলকপুর	নওগাঁ সদর	নওগাঁ	রাজশাহী	২৪° ৫১' ৪২.৩৪"	৮৮° ৫৭' ২৬.০৬"

(তথ্য সূত্রঃ বাপাউবো ও সিইজিআইএস)

৪.৩ নদীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ:

দৈর্ঘ্য	:	১০৩ কি.মি.
প্রস্থ	:	সর্বোচ্চ: ৬০ মি.গড়: ৩০ মি.সর্বনিম্ন: ১০ মি.

৪.৪ প্রবাহিত গতিপথ এলাকা:

উপজেলা	জেলা	বিভাগ
নবাবগঞ্জ, বিরামপুর, হাকিমপুর	দিনাজপুর	রংপুর
আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট সদর, পাচঁবিবি	জয়পুরহাট	রাজশাহী
নওগাঁ সদর, বদলগাছী	নওগাঁ	রাজশাহী

৪.৫ হাইড্রোলজিক্যাল তথ্যাবলি:

গত ৫ বছরের নদীর গড় প্রবাহ (কিউসেক) :

২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪
১৮৪২.০১	৫০৮.৬৮	২১৩.১২	৬০৯.১৩	৪১৮.২৭

তুলসীগঙ্গা নদীর বর্তমান প্রবাহ (Average Discharge Data) : **৬৮.৮৫** কিউসেক

গত ৫ বছরের নদীর গড় পানির স্তর (Average Water Level) :

২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪
১২.৪৪ m(MSL)	১২.১৭ m(MSL)	১২.০৩ m(MSL)	১২.২৫ m(MSL)	১১.৯৯ m(MSL)

তুলসীগঙ্গা নদীর গড় পানির স্তর (Average Water Level): ৮.৩৫ m(MSL)

(তথ্য সূত্রঃ বাপাউবো)

৪.৬ পানি সমতল:

স্টেশনের ধরন	স্টেশনের আইডি	স্টেশনের নাম	সর্বোচ্চ (mPWD)	সর্বনিম্ন (mPWD)	তথ্যের প্রাপতা
নন-টাইডাল	325	Sonaimukhi	১৮.৩৬	৮.১৭	১৯৮২-২০২২
নন-টাইডাল	133A	Tajnagar	১৬.১৬	৭.১৩	১৯৬৪-১৯৮৬

তথ্য সূত্রঃ hydrology.bwdb.gov.bd

৪.৭ পানির ব্যবহার এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ:

বাপাউবো এর কৃষি/ সেচ প্রকল্প	:	তুলসীগঙ্গা বাম বেড়িবাঁধ উপ-প্রকল্প, হারাবতী নদী পুনঃখনন, বাদরগঞ্জ নদী পুনঃখনন
সাধারণ বন্যায় নদীর তীর উপচায় কি না	:	হ্যাঁ

(তথ্য সূত্রঃ বাপাউবো ও সিইজিআইএস)

৪.৮ অবকাঠামোগত তথ্যাবলি:

ব্যারেজ/রেগুলেটর/সেতু	:	ব্রীজ-১৬ টি,
বেড়িবাঁধ	:	১৬.৬২ কিঃমিঃ ও ১৫.০৪ কিঃমিঃ (যথাক্রমে বাম তীর ও ডান তীর)
নদীর তীর রক্ষা কাঠামো	:	০.৩৪ কিঃমিঃ ও ০.৯২ কিঃমিঃ (যথাক্রমে বাম তীর ও ডান তীর)

(তথ্য সূত্রঃ বাপাউবো ও সিইজিআইএস)

চিত্রঃ তুলসীগঙ্গা নদীর গতিপথ (বাপাউবো ও সিইজিআইএস)

৫। ছোট যমুনা

৫.১। ছোট যমুনা নদী সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যাবলী:

বর্ণনা	:	ছোট যমুনা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী। ইছামতি (দিনাজপুর) নদীটি দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার ইসবপুর ইউনিয়নে ছোট যমুনা নাম ধারণ করে যাত্রা শুরু করে নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নে আত্রাই নদীতে পতিত হয়েছে। যাত্রাপথে নদীটি দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার খাট্টা মাধবপাড়া ইউনিয়ন দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার বাগজানা ইউনিয়ন দিয়ে বাংলাদেশে পুন:প্রবেশ করেছে। দিনাজপুর জেলার পাবতীপুর উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়নে নদীটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ফুলবাড়ী উপজেলার শিবনগর ইউনিয়নে পুনরায় একত্রে মিলিত হয়েছে। খর খড়িয়া-তিলাই, শ্রী, চিরি, গুকসী, তুলসীগঙ্গা এই নদীর উপনদী। চিড়ি (জয়পুরহাট) এই নদীর শাখা নদী। নলমারা এই নদীর একটি আন্তঃশাখা নদী। নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার আধাইপুর ইউনিয়নে পারসোমবাড়ি সেতু থেকে নদীটির পতিতমুখ পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিএর তৃতীয় শ্রেণীর নৌপথের অন্তর্ভূক্ত।
নদীর প্রকার	:	আকারের ভিত্তিতে : মাঝারি প্রবাহের ভিত্তিতে : সারা বছর
নদী অববাহিকা	:	২১৭৯ বর্গ কি.মি.
নদীর তীরে অবিস্থত পৌরসভা/ শহর/বন্দর	:	ফুলবাড়ী পৌরসভা, বিরামপুর পৌরসভা, হাকিমপুর পৌরসভা, পাচঁবিবি পৌরসভা, জয়পুরহাট পৌরসভা, নওগাঁ পৌরসভা
সংযুক্ত খাল	:	আছে
নৌপথের শ্রেণী	:	তৃতীয় শ্রেণী

(তথ্য সূত্রঃ বাপাউবো ও সিইজিআইএস)

৫.২। নদীর উৎসমুখ/প্রবেশস্থল/পতিতমুখ:

বিবরণ	নদী/নিম্নাঞ্চল/ পাহাড়/সমুদ্র	মৌজা	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা	বিভাগ	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
উৎসমুখ/ প্রবেশস্থল	ইছামতি (দিনাজপুর) নদী	ইয়াকুবপুর	ইসবপুর	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর	রংপুর	২৫° ৪১' ৭.১১"	৮৮° ৪৯' ৪৫.০২"
পতিতমুখ	আত্রাই নদী	রায়পুর	কালিকাপুর	আত্রাই	নওগাঁ	রাজশাহী	২৪° ৩৮' ২৯.০৭"	৮৮° ৫৬' ৯.৬৭"

(তথ্য সূত্রঃ বাপাউবো ও সিইজিআইএস)

৫.৩ । নদীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ:

দৈর্ঘ্য	:	১৯৬ কি.মি.
প্রস্থ	:	সর্বোচ্চ: ১২০ মি. গড়: ৫০ মি.সর্বনিম্ন: ১০ মি.

৫.৪। প্রবাহিত গতিপথ এলাকা:

উপজেলা	জেলা	বিভাগ
চিরিরবন্দর, পাবতীপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, হাকিমপুর	দিনাজপুর	রংপুর
জয়পুরহাট সদর, পাচঁবিবি	জয়পুরহাট	রাজশাহী
আত্রাই, ধামইরহাট, নওগাঁ সদর, পত্নীতলা, বদলগাছী, রানীনগর	নওগাঁ	রাজশাহী

৫.৫। হাইড্রোলজিক্যাল তথ্যাবলি:

গত ৫ বছরের নদীর গড় প্রবাহ (কিউসেক) :

২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪
৩৭৯২.৬৮	১৭৬৫.৭১	১৬৬৩.১২	১৫৭৮.০৭	১২৩৪.৯১

ছোট যমুনা নদীর বর্তমান প্রবাহ (Average Discharge Data) : ৯৮.৭৬ কিউসেক

গত ৫ বছরের নদীর গড় পানির স্তর (Average Water Level) :

২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪
১১.১৭ m(MSL)	৯.৯১ m(MSL)	৯.৭৪ m(MSL)	৯.৭৭ m(MSL)	১০.০৯ m(MSL)

বর্তমানে ছোট যমুনা নদীর গড় পানির স্তর (Average Water Level): ৮.৪৪ m(MSL)

(তথ্য সূত্রঃ বাপাউবো)

৫.৬। পানি সমতল:

স্টেশনের ধরন	স্টেশনের আইডি	স্টেশনের নাম	সর্বোচ্চ (mPWD)	সর্বনিম্ন (mPWD)	তথ্যের প্রাপতা	বিপদসীমা (mPWD)
নন-টাইডাল	১৩২	Manmathpur	৩৭.৬৩	২৮.৬১	১৯৬৪-২০২২	
নন-টাইডাল	১৩৩	Naogaon	১৬.৩২	৫.০৪	১৯৬৪-২০০৯	১৫.২৪
নন-টাইডাল	১৩২.৫	Joypurhat	২১.৯৯	১৪.৫৮	১৯৬৪-২০২২	

(তথ্য সূত্রঃ hydrology.bwdb.gov.bd)

৫.৭। পানির ব্যবহার এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ:

বাপাউবো এর কৃষি/ সেচ প্রকল্প	:	যমুনা নদী পুনঃখনন, খরখড়িয়া-তিলাই নদী পুনঃখনন, তুলসীগঙ্গা বাম বেড়িবাধঁ উপ-প্রকল্প, বদলগাছী বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, রক্তদঃ লাহাচুড়া বিল ড্রেইন এজ প্রজেক্ট, তৃতীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নওগাঁ পোল্ডার-১)
সাধারণ বন্যায় নদীর তীর উপচায় কি না	:	না

(তথ্য সূত্রঃ বাপাউবো ও সিইজিআইএস)

৫.৮। অবকাঠামোগত তথ্যাবলি:

ব্যারেজ/রেগুলেটর/সেতু	:	ব্রীজ- ১০ টি
বেড়িবাঁধ	:	৬০.৭৫ কিঃমিঃ ও ৭৪.৯৫ কিঃমিঃ (যথাক্রমে ডান তীর-নওগাঁ সদর, রাণীনগর, পত্নীতলা, বদলগাছী ও বাম তীর-জয়পুরহাট সদর, ধামুইরহাট, বদলগাছী, নওগাঁ সদর)
নদীর তীর রক্ষা কাঠামো	:	০.৪০১ কিঃমিঃ, ০.৬ কিঃমিঃ (যথাক্রমে ফুলবাড়ি শহর রক্ষা প্রকল্প, চেচড়া পাঁচবিবিও জয়পুরহাট), ৬.৩ কিঃমিঃ ও ১.৮২ কিঃমিঃ (যথাক্রমে ডান তীর-নওগাঁ সদর, রাণীনগর, পত্নীতলা, বদলগাছী ও বাম তীর-জয়পুরহাট সদর, ধামুইরহাট, বদলগাছী, নওগাঁ সদর)

(তথ্য সূত্রঃ বাপাউবো ও সিইজিআইএস)

Chota Jamuna River

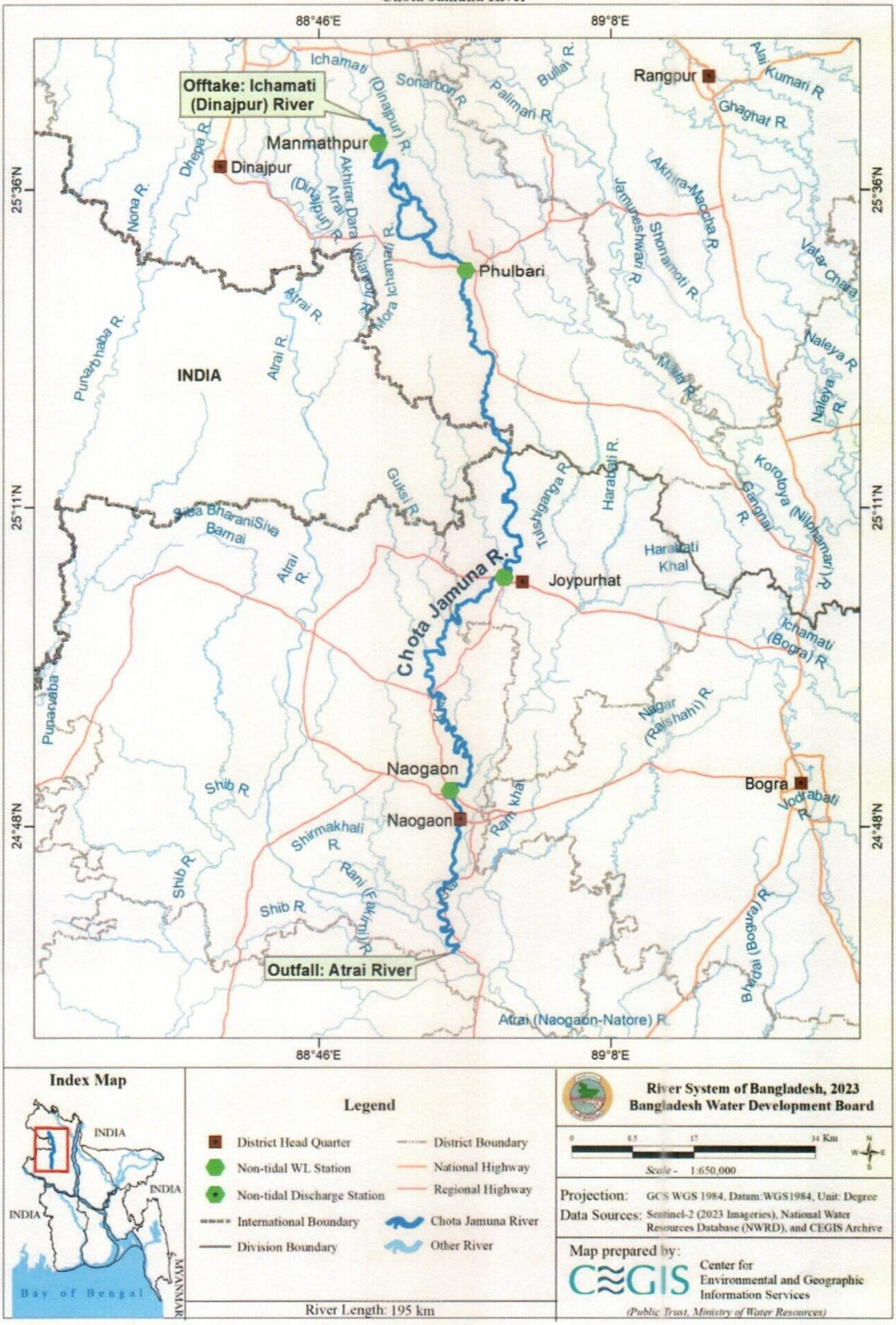

চিত্রঃ ছোট যমুনা নদীর গতিপথ (সূত্রঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও CEGIS)

৬। তুলসীগঙ্গা নদী ও ছোট যমুনা নদীর ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:

ছোট যমুনা নদী এবং তুলসীগঙ্গা নদী নওগাঁ জেলার বরেন্দ্র এলাকার (barind Tract) এবং Ganges Delta floodplain এর মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে প্রায় সমভূতাত্ত্বিক অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীগুলো fluvial system এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা এলাকাটির ভূমির আকৃতি, পলি পরিবহন (sediment transport) এবং groundwater interaction কে প্রভাবিত করে।

আঞ্চলিক ভূতাত্ত্বিক অবস্থা:

নওগাঁ জেলা Bengal Basin এর northwestern stable shelf অংশে অবস্থিত, যা Indian Platform এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে দুটি প্রধান geological zone আছে:

- Barind Tract (পশ্চিমাঞ্চল): লালচে compact Pleistocene clay, তুলনামূলক উঁচু (১৬-২২ মিটার), কম permeable এবং tectonically stable।
- Ganges Delta Floodplain (পূর্বাঞ্চল): recent Holocene alluvium—বালি, সিল্ট, কাদা যা সক্রিয় fluvial process দ্বারা জমা হয়েছে।

তুলসীগঙ্গা নদী ও ছোট যমুনা নদী এই দুই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, যা tectonic uplift ও sedimentation এর interaction এর একটি ভালো উদাহরণ।

এই অঞ্চলের aquifer প্রধানত Teesta ও Atrai Basin এর মধ্যে পাওয়া যায়, transmissivity ৫০০ থেকে ৮০০০ মিটার^3/দিনের মধ্যে। বরেন্দ্র অঞ্চল এর aquifer thin এবং groundwater level ক্রমশ কমছে।

নদী ও নদীর আশপাশে সাধারণত তিনটি স্তর আছে:

- Topsoil (০-২ মিটার): silt ও clay (কাদা মাটি), ক্ষয়প্রবণ।
- Alluvial Deposits (২-৩০ মিটার): alternating layers of fine sand, silt এবং clay, যা meander belt এবং floodplain deposits নির্দেশ করে।
- Barind Clay (>৩০ মিটার): compact, oxidized, low porosity, যা পুরাতন floodplain এর অংশ।

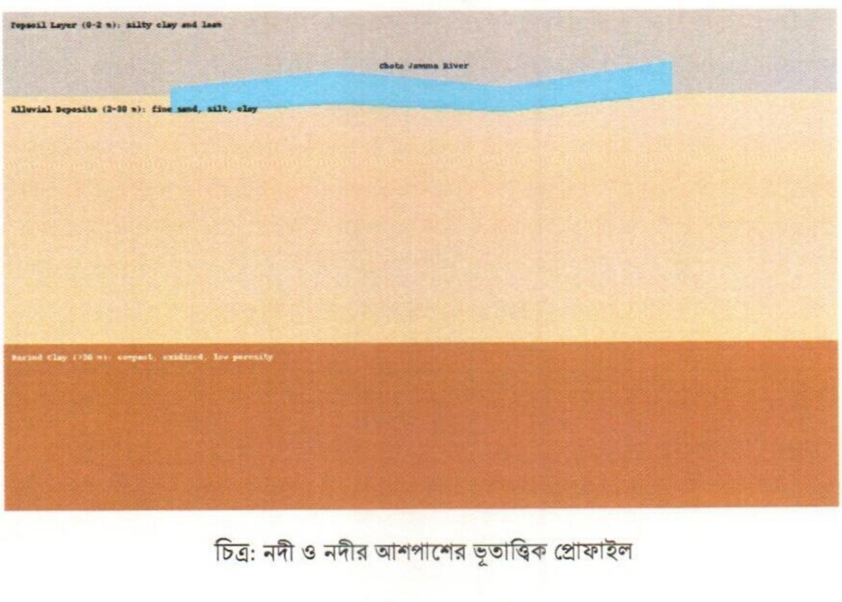

চিত্র: নদী ও নদীর আশপাশের ভূতাত্ত্বিক প্রোফাইল

তুলসীগঙ্গা নদীর মরফোলিজক্যাল তথ্যাবলি:

ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল	:	North-eastern Barind Tract Teesta Meander Floodplain
ভূখন্ডের ঢাল (সে.মি./কি.মি.)	:	৮
পানি প্রবাহের ঢাল (সে.মি/কি.মি.)	:	সানাইমুখি (৩২৫) থেকে নওগাঁ (১৩৩): ৩.২১
প্ল্যানফর্ম	:	সর্পিলাকার (meandering)

ছোট যমুনা নদীর মরফোলিজক্যাল তথ্যাবলি:

ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল	:	High Barind Tract Level Barind Tract Lower Atrai Basin Lower Purnabhaba Floodplain Teesta Meander Floodplain
ভূখন্ডের ঢাল (সে.মি/কি.মি.)	:	১৩
পানি প্রবাহের ঢাল (সে.মি/কি.মি.)	:	মনমথপুর (১৩২) থেকে জয়পুরহাট (১৩২.৫): ১৮.৫৭ জয়পুরহাট (১৩২.৫) থেকে নওগাঁ (১৩৩): ৬.৩৮
প্ল্যানফর্ম	:	সর্পিলাকার (meandering)

৭। বালু মহালের তথ্য:

জেলা প্রশাসন, নওগাঁ এর ১ জুলাই ২০২৪ তারিখের নং ৩১.৪৩.৬৪০০.১০৬.০২.০১৯.২০-১৪৬০ স্মারকের তথ্য অনুযায়ী নওগাঁ জেলায় তুলসীগঙ্গা ও ছোট যমুনা নদীতে কোনো বালুমহাল নেই।

৮। পরিদর্শনকালে উপস্থিত কর্মকর্তা ও অংশীজন:

গত ১১ মে ২০২৫ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিদল এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নওগাঁ সদর উপজেলার ও বদলগাছী উপজেলার ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদীর বিভিন্ন দখল ও দূষণকৃত পয়েন্টসহ নাব্যতার সমস্যা রয়েছে এমন বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করা হয়। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধি টিমের সাথে পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন মোঃ ফইজুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ; মোসাঃ আতিয়া খাতুন, সহকারী কমিশনার (ভূমি), বদলগাছী; মোঃ নাজমুল হোসাইন, সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নওগাঁ; প্রবীর কুমার পাল, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ; বাপ্পা কুমার মন্ডল, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ; মোঃ আব্দুল্লাহ আল শরীফ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ, সদর উপজেলার ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার এবং বেলা এর প্রতিনিধিসহ স্থানীয় সাংবাদিকগন [উপস্থিতির তালিকাঃ পরিশিষ্ট-ক]

৯। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক তুলসীগঙ্গা নদী ও ছোট যমুনা নদীর পানির নমুনা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ:

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন হতে নওগাঁ জেলা সফরের পূর্বেই গত ৭ মে ২০২৫ তারিখে কমিশনের গবেষণা ও পরিবীক্ষণ শাখার ১৩৬ নং স্মারকে পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়-কে নওগাঁ সদর উপজেলাধীন ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদীর পানির নমুনা সংগ্রহ ও গুনাগুন পরীক্ষার অনুরোধ করা হয় (পরিশিষ্ট-খ)। কমিশনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ পরিদর্শনস্থানে উপস্থিত হয়ে নওগাঁ সদর উপজেলাধীন ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে পানির সংগ্রহপূর্বক করেন এবং একটি প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করেন (পরিশিষ্ট-গ)। উক্ত প্রতিবেদনের ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো:

ছোট যমুনা নদী									
Sampling Location	**Lab Code**	**P^H**	**DO (mg/L)**	**BOD (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**TDS (mg/L)**	**TSS (mg/L)**	**EC (-S/cm)**	**Remarks**
Small Jamuna River, Motherghat, Naogaon Sadar, Naogaon	2885 7.31	7.31	3.4	2.4	6	167	42	334	DO is beyond the limit P^H BOD, COD & TDS are within the limit.
Small Jamuna River, Napitpara, kalitola, Naogaon Sadar, Naogaon.	2886	7.67	3.7	2.1	5	190	40	380	DO is beyond the limit. P^H BOD, COD & TDS are within the limit.
তুলসীগঙ্গা নদী									
Tulshiganga River, Chaknadikul (Trimohoni), Naogaon Sadar, Naogaon.	2887	7.43	6.5	2.0	5	131	22	262	P^H DO, BOD, COD & TDS are within the limit.
As per ECR-2023 (Water Usable by Fisheries)									

উক্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, নওগাঁ সদর উপজেলার ছোট যমুনা নদীর পানির গুণগত মান বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ (ECR-2023)-এর নির্ধারিত মানদণ্ড অতিক্রম করেছে (বিশেষত মৎস্য ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত জলের সীমা অনুসারে)। পরীক্ষার ফলাফলে দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) মাত্রা ৩.৪ mg/L ও ৩.৭ mg/L পাওয়া গিয়েছে, যেখানে আদর্শ মান ≥৫ mg/L। এর ফলে অ্যারোবিক (Aerobic) জলজ জীবের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে, যা জলজ ইকোসিস্টেমে hypoxic বা anoxic অবস্থা তৈরি করতে পারে।

১০। পরিদর্শনের স্থিরচিত্র:

	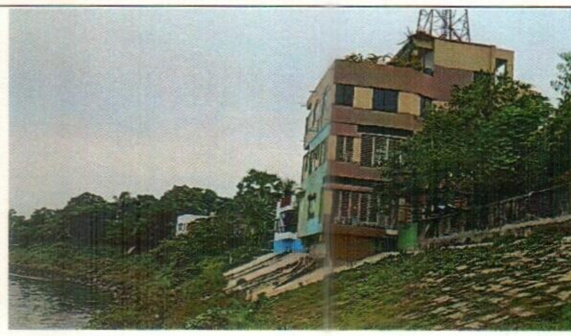
চিত্রঃ নওগাঁ জেলার ছোট যমুনা নদীর দূষণের চিত্র।	চিত্রঃ নওগাঁ জেলার ছোট যমুনা নদীর দখলের চিত্র।
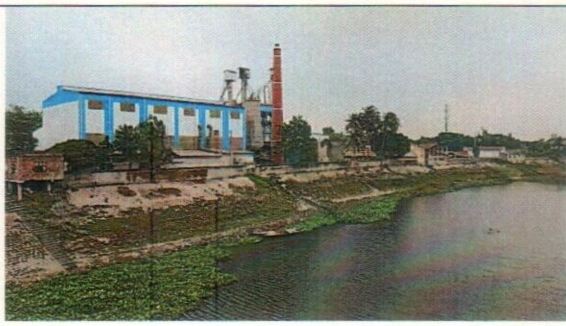	
চিত্রঃ নওগাঁ জেলার ছোট যমুনা নদীর দূষণের চিত্র।	চিত্রঃ নওগাঁ জেলার ছোট যমুনা নদীর দখলের চিত্র।
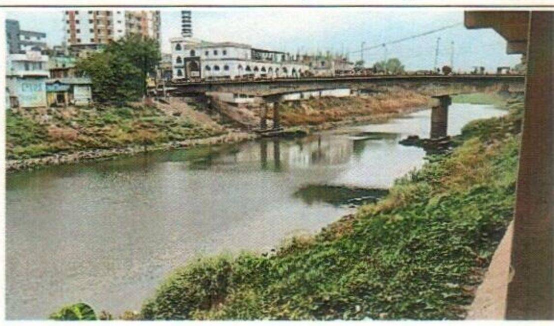	
চিত্রঃ নওগাঁ জেলার ছোট যমুনা নদীর দূষণের চিত্র।	চিত্রঃ শুকিয়ে গেছে ছোট যমুনা নদী
চিত্রঃ নওগাঁ জেলার তুলসীগঙ্গা নদীর দূষণের চিত্র।	চিত্রঃ নওগাঁ জেলার তুলসীগঙ্গা নদী নাব্যতাহীন।

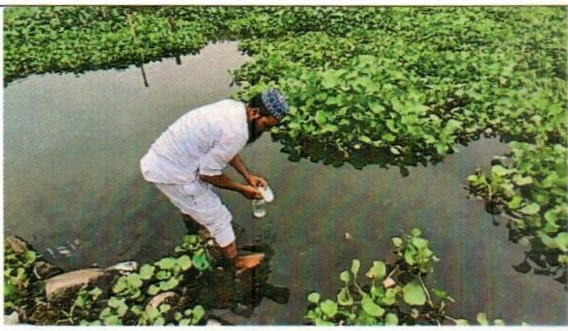

চিত্রঃ পানির গুনাগুন পরিক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

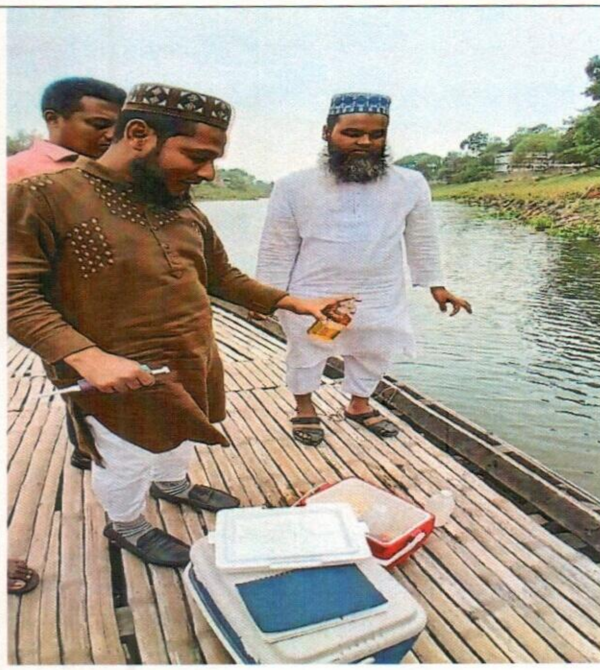

চিত্রঃ পানির গুনাগুন পরিক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

১১। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান পর্যবেক্ষণ/সমস্যা:

দখল: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের কর্মকর্তাগণ ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জেলাধীন সদর উপজেলা ও বদলগাছী উপজেলার ছোট যমুনা নদী এবং সদর উপজেলার তুলসীগঙ্গা নদী সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন টিম সদর উপজেলার মঠের ঘাট, দায়ের ঘাট, দক্ষিণ কালিতলা, নাপিত পাড়া, আরজি নওগা, সুলতানপুর মৌজা, পালপাড়া ব্রিজ সংলগ্ন স্থান, আলুপট্টি, বিজিবি ক্যাম্প এর পাশের স্থান, চক নদীকুল (ত্রিমোহনী) ব্রিজ সংলগ্ন স্থানের ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা সরেজমিন পরিদর্শন করেন। এছাড়াও বদলগাছী উপজেলার শ্রী কৃষ্ণপুর ও বদলগাছী মৌজায় ছোট যমুনা নদী পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড সম্মিলিতভাবে ছোট যমুনা নদীর সদর উপজেলার ৪৮জন ও বদলগাছী উপজেলার ১০জন অবৈধদখলদারকে চিহ্নিত করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে ৫৮ জন অবৈধ দখলদারের তালিকা কমিশনের প্রতিনিধির টিমের সরবরাহ করা হয় (পরিশিষ্ট-ঘ । কমিশন প্রতিনিধি টিম কর্তৃক সে সকল জায়গায় চিহ্নিত অবৈধ দখলদারের তালিকা যাচাই বাছাইকালে সত্যতা পাওয়া যায়। তবে তুলসীগঙ্গা নদীর অবৈধ দখলদার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা প্রশাসন কর্তৃক অদ্যাবধি চিহ্নিত করা হয়নি।

দুষণ: ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদী সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, নদীতে কলকারখানা (রাইছমিল) হতে অপরিশোধিত তরল বর্জ্য সরাসরি নদীতে ফেলা হচ্ছে। এ সকল রাইচ মিলের গরম পানি সরাসরি নদীতে ফেলার কারণে নদীতে নদীর DO (Dissolve Oxyzen) কমে যাচ্ছে। ফলে মাছসহ বিভিন্ন জলজ জীবের অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এছাড়া বাসা-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে কঠিন বর্জ্য সরাসরি নদীতে ফেলা হচ্ছে কিংবা নদীর তীরে রাখা হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পৌরসভার। নওগাঁ পৌরসভাকে একাধিকবার পত্র মারফত অনুরোধ করা হলে (পরিশিষ্ট-ঙ) উক্ত পৌরসভা থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

শহরের সকল সুয়ারেজ লাইন নদীর সাথে সংযোগ দেয়া হয়েছে, যা ব্যাপকভাবে নদী দূষণ করছে। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি জানান যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে ছোট যমুনা নদীর ৫৩টি পয়েন্টের দূষণের উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-চ)। তবে দূষণ বন্ধে পৌরসভা কিংবা পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

নাব্যতা: নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলাধীন বদলগাছী মৌজা ও শ্রী কৃষ্ণপুর মৌজায় বেইলি সেতু সংলগ্ন এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনকালে ছোট যমুনা নদীতে চরম নাব্যতা সংকট পরিলক্ষিত হয়। নদীর বিভিন্ন অংশে চর জেগে উঠেছে এবং নদীর বেড উঁচু হয়ে গেছে যার ফলে স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সরেজমিনে দেখা গেছে যে, নদীর শুকনো অংশে চাষাবাদ করা হচ্ছে। নদীর উৎসমুখে পানি প্রবাহ না থাকায় এ নদীতেও নাব্যতা সংকট হচ্ছে, যার ফলে সিল্টেশন (Siltation) বৃদ্ধি

পেয়ে নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে গেছে। এতে নদীর অধিকাংশ অংশেই পানিশূন্যতা এবং নাব্যতা সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে খননসহ উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ আবশ্যক বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, ছোট যমুনা ও তুলসীগঙ্গা নদীর খনন সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

নদীভাঙ্গন: পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে ছোট যমুনা নদীতে নান্দাইবাড়ি, কৃষ্ণপুর, বেতগাড়ী, রসুলপুর, নগরব্রীজ বেগুনজোয়ার, কদমগাছী, ইকরতাড়া এলাকায় নদীভাঙ্গন হয়। তবে তুলসীগঙ্গা নদীর নওগাঁ অংশে ভাঙ্গণ কবলিত অংশ নেই।

নদী প্রবাহ বাঁধাগ্রস্ত করছে এমন বিষয়াদি: ছোট যমুনা নদীতে কম উচ্চতার ব্রীজ নির্মাণের ফলে নদীর প্রবাহ অনেকাংশে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। নওগাঁ সদরের পলিপাড়া-গাবতলী ব্রিজ ও বদলগাছী উপজেলাধীন উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন ব্রিজটি প্রয়োজনের তুলনায় কম উচ্চতা নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিগন জানান।

অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন: অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভস্থ পানি আহরণের কারণে নওগাঁ জেলার ছোট যমুনা ও তুলসিগঙ্গা নদীর পানির স্তর (water table) নিচে নেমে যাওয়ার ফলে নদীতে পানি না থাকার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূতাত্ত্বিক সমস্যা, যা ভূগর্ভস্থ পানি আহরণ এবং প্রাকৃতিক পানি পুন:পূরণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে নওগাঁ জেলার শহর এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় কৃষিকাজ, চাষাবাদ ও গৃহস্থালি কাজের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি অতিমাত্রায় উত্তোলন করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে টিউবওয়েল, ডিপ টিউবওয়েল ও সাবমারসিবল পাম্প ব্যবহার করে পরিকল্পনাহীনভাবে পানি উত্তোলনের ফলে নিচের একুইফার (aquifer) স্তরের পানি কমে গেছে।
প্রাকৃতিক অবস্থায় নদী ও ভূগর্ভস্থ পানির মধ্যে জল বিনিময় ঘটে যাকে বলা হয় "gaining stream" অথবা "losing stream"। যদি ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নদীর নিচে নেমে যায়, তখন নদী থেকে পানি ভূগর্ভে চলে যায়, ফলে নদীতে পানি কমে যায় বা একেবারেই শুকিয়ে যায়। এটি ভূগর্ভস্থ স্তরের নিচে চলে যাওয়া নদীর ক্ষেত্রে সাধারণ ঘটনা যা ছোট যমুনা নদীর ক্ষেত্রে ঘটেছে।

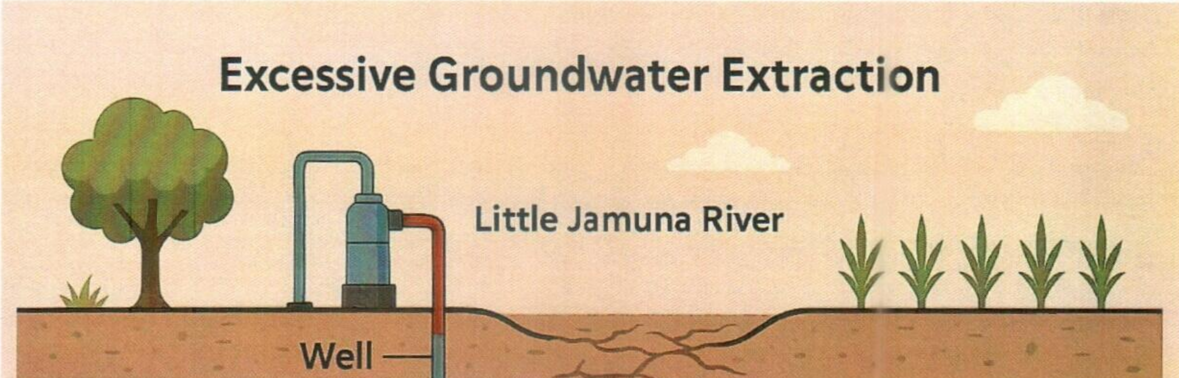

চিত্রঃ অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভস্থ পানি আহরণের ফলে ছোট যমুনা নদী শুকিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার 2D কল্পচিত্র

১১। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান পর্যবেক্ষণ/সমস্যার ভিত্তিতে সুপারিশসমূহ:

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	ক) ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদীর সীমানা মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর রায় অনুযায়ী সিএস এবং আরএস এর ভিত্তিতে নিরূপণ করে Geographic Information System (GIS)-ভিত্তিক ম্যাপিং পরিচালনা এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর সহায়তায় ভূমি জরিপের মাধ্যমে সকল অবৈধ দখলদারদের চিহ্নিত করে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। এছাড়া জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড সম্মিলিতভাবে ছোট যমুনা নদীর সদর উপজেলার ৪৮ জন ও বদলগাছী উপজেলার যে ১০ জন অবৈধ দখলদারকে চিহ্নিত করা হয়েছে সে সকল অবৈধ দখলদারদের অবিলম্বে উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসক, নওগাঁ-কে পত্র দেয়া যেতে পারে। খ) ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদীর অবৈধ দখলদারদের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত জেলা প্রশাসক, নওগাঁ-কে পত্র দেয়া যেতে পারে। গ) একইসাথে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জায়গায় সকল অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসক, নওগাঁ ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁকে পত্র দেয়া যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নওগাঁ ও আহবায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ
২	ক) নওগাঁ সদর উপজেলায় প্রবাহিত ছোট যমুনা নদীর দূষণ মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসক ও আহ্বায়ক-এর নেতৃত্বে একটি একীভূত কৌশল (Integrated Strategy) প্রণয়ন করা দরকার। তরল ও রাসায়নিক দূষণের উৎস ট্রেসিং এবং সোর্স-অ্যাপোর্টশন মডেলিং (source apportionment modeling) ব্যবহার করে দূষণের মূল উৎসসমূহ (যেমন-গৃহস্থালি, শিল্প বর্জ্য নির্গমন অথবা শিল্পবর্জ্য) সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি নিয়মিত পানির গুণমান পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকাকে পত্র দেয়া যেতে পারে। খ) নওগাঁ পৌরসভাকে Municipal Wastewater Treatment বা waste management ব্যবস্থা চালু করে নদীতে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসক, নওগাঁ পৌরসভা-কে পত্র দেয়া যেতে পারে। গ) ইতোমধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ কর্তৃক যমুনা নদীর ৫৩টি পয়েন্টের দূষণের উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে। দূষণের চিহ্নিত উৎসসমূহ বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পৌরসভা, পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক, নওগাঁ-কে পত্র দেয়া যেতে পারে। ঘ) যে সকল রাইচ মিলের গরম পানি সরাসরি নদীতে ফেলার কারণে নদীতে নদীর DO (Dissolve Oxyzen) কমে গিয়ে মাছসহ বিভিন্ন জলজ জীবের অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, সে সকল রাইচ মিলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নওগাঁ-কে পত্র দেয়া যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, নওগাঁ ও আহবায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী ৪। প্রশাসক, নওগাঁ পৌরসভা, নওগাঁ ৫। সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নওগাঁ
৩	ক) ছোট যমুনা নদীর বদলগাছী ও শ্রী কৃষ্ণপুর মৌজা পরিলক্ষিত চরম নাব্যতা সংকট নিরসনে জরুরি ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে খনন কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া নওগাঁ সদর উপজেলায় প্রবাহিত ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদীতেও ড্রেজিংয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। টেকসই ও কার্যকর নদী খননের জন্য প্রথমত: ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদীর হাইড্রোলজিক ও ভূ-প্রাকৃতিক (Morphological) বৈশিষ্ট্য	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১। জেলা প্রশাসক, নওগাঁ ও আহবায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	বিশ্লেষণ করে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক খনন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-কে পত্র দেয়া যেতে পারে। খ) নদীর প্রবাহের ধরণ, পলি জমা হওয়ার হার, বর্ষা-শুষ্ক মৌসুমে পানিপ্রবাহের তারতম্য ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। নদীতে ন্যূনতম পরিবেশগত প্রবাহ (minimum ecological flow) সারা বছর ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে যেন নদীর প্রাণবৈচিত্র্য ও স্বাভাবিক প্রবাহ ধারা বজায় থাকে এবং খননের সুফল স্থায়ী হয়। খননের পর নদীর তলদেশে পুনরায় পলি জমে নাব্যতা সংকট তৈরি না হয়, সে জন্য নদী তীর সংরক্ষণে জিওব্যাগ, ভেটিভার ঘাস বা বাঁশের বেড়া ব্যবহারসহ প্রাকৃতিক উপায়ে তীর প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-কে পত্র দেয়া যেতে পারে। গ) ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদী ব্যবস্থাকে একটি একক হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে উজান ও ভাটির মধ্যকার পানি ব্যবহার, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্টের (sediment transport) ওপর ভিত্তি করে একটি সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-কে পত্র দেয়া যায়। নদীর ধাপভিত্তিক প্রবাহ, সিল্টেশন প্যাটার্ন (Siltation Pattern) ও মৌসুমভিত্তিক পানি চাহিদার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিতভাবে নদী পুনঃখনন করতে হবে। নদীর তলদেশে সিল্টেশন ও চরের গঠন ঠেকাতে নদীর দুইপাশে ভূমি ক্ষয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা (bioengineering), নদীর পার ঘেঁষে গাছপালা রোপণ ও জিওব্যাগ স্থাপন করা যেতে পারে। নদীর আপস্ট্রিমে ক্ষুদ্র রিটেনশন বেসিন, বন্যা রিজার্ভয়ার বা কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে বর্ষাকালের পানি ধরে রাখা এবং শুষ্ক মৌসুমে ধাপে ধাপে নদীতে ছেড়ে দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ
৪	ছোট যমুনা নদীর নান্দাইবাড়ি, কৃষ্ণপুর, বেতগাড়ী, রসুলপুর, নগরব্রীজ বেগুনজোয়ার, কদমগাছী, ইকরতাড়া এলাকায় নদীভাঙ্গন রোধে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১। জেলা প্রশাসক, নওগাঁ ও আহবায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ
৫	ছোট যমুনা নদী ও তুলসীগঙ্গা নদীর সেসকল জায়গায় লো-হাইট ব্রিজ করছে সেসকল জায়গায় লো-হাইট ব্রিজ প্রয়োজনে অপসারণ করে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডিপূর্বক নদীর প্রস্থ থেকে প্রস্থ (Bank to Bank) অনুয়ায়ী ও পর্যাপ্ত উচ্চতায় ব্রিজ নির্মাণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ ও নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা-কে পত্র দেয়া যেতে পারে।	১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, নওগাঁ ও আহবায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নওগাঁ
৬	নওগাঁ জেলার ছোট যমুনা নদী ও এর আশপাশের কৃষিভিত্তিক এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে সেচে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। এজন্য নদীটির পানিধারণ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং ও খনন কাজ করা যেতে পারে। নদীর সঙ্গে সংযুক্ত খাল, বিল ও পুকুরগুলো পুনঃখননের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পানির প্রবাহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে। বরেন্দ্র এলাকায় যেভাবে পুকুর পুনঃখনন, খালে ক্রসড্যাম নির্মাণ এবং নদী হতে সেচের জন্য জলাধার তৈরি করা হয়েছে, একইভাবে ছোট যমুনা নদীতে ছোট আকারের রাবার ড্যাম স্থাপন করে বর্ষার পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা	১। চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	নেওয়া যেতে পারে। এতে কৃষিকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমবে, নদী প্রবাহ সচল থাকবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সহায়ক হবে।	
৭	ক) জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা প্রতি মাসে অন্তত একটি করে আয়োজন করে কমিটির কার্যক্রমকে প্রাণবন্ত (Vibrant) করা প্রয়োজন। জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভার কার্যবিবরণী নিয়মিত জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। খ) নওগাঁ জেলার দখল ও দূষণরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে পত্র দেয়া যেতে পারে।	১। জেলা প্রশাসক, নওগাঁ ও আহবায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নওগাঁ সদর/বদলগাছী, নওগাঁ ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), নওগাঁ সদর/বদলগাছী, নওগাঁ
৮	নদী পাড়ের মানুষকে নদীর দখল ও দূষণরোধে সচেতন ও প্রতিনিধিত্বশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেলা নদী রক্ষা কমিটিকে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, নওগাঁ ও আহবায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি

২৬.০৫.২০২৫

মোঃ তৌহিদুল আজিজ

সহকারী প্রধান (জিও টেকনিক্যাল)
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

২৬.০৫.২০২৫

মোঃ আমিনুর রহমান

উপপরিচালক (গবেষণা ও পরিবীক্ষণ)
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন